শুধু প্রবৃদ্ধির অবকাঠামো নয়, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় স্থায়ীত্বশীল অবকাঠামো চাই

১. বাজেট ২০১৬-১৭ঃ জনগণের না পুঁজিপুতিদের!

আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ০২ জুন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেছেন। প্রস্তাবিত বাজেট প্রতি বছরের মতো এবারও সর্বোচ্চ আর্থিক রেকর্ডের দাবি করেছে। জাতীয় বাজেটে রেকর্ড পরিমাণ আর্থিক প্রাক্কলন হবে এটা খুবই যুক্তিযুক্ত, কারণ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং দেশের জনসংখ্যা এবং এর বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদার বিবেচনায় প্রতি বছরই এর ক্রমবর্ধমান ও ধারাবাহিক আর্থিক প্রাক্কলন হতে হবে, এটিই কাম্য। কিন্তু প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট জনগণের চাহিদা কতটা পূরণ করতে পারবে সেটাই হচ্ছে আসল বিবেচ্য বিষয়। বাজেটের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়ন কৌশল আমাদেরকে এটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই বাজেট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য নয় বরং বাংলাদেশের এবং বৈশ্বিক পুজিপতিদের নিশ্চিত মুনাফা আহরণের ভবিষ্যত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেট সরাসরি দারিদ্র দূরীকরণে কোন ভূমিকা রাখতে পারবে না। কারণ সরাসরি দারিদ্র দূরীকরণের জন্য দরিদ্রদের জন্য বিনিয়োগের যে ধারণা, তা থেকে সরকার সরে এসেছে এবং তথাকথিত প্রবৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির সুফল তো দরিদ্র জনগণের কাছে যাচ্ছে না, বরং তা কিছু মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তির হতে কেন্দ্রীভূত হতে দেখছি এবং আমরা সম্পদ দেশের বাইরে পাঁচার হয়ে যেতে দেখছি। দেশের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের নিরিখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান তেমনভাবে বাড়ছে না, যা আমরা এই প্রবৃদ্ধি সুফল থেকে আশা করেছিলাম। সরকারের পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বিগত বছরসমূহের অর্জিত প্রবৃদ্ধি থেকে জনগণ কোন সুফল পায় নাই, তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি সরকার করতে পারে নাই। ফলস্বরূপ দেশের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও মূল্য প্রতিযোগিতার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে দারিদ্রের অভিঘাত আরও বাড়ছে। ফলে মানুষ দু'বেলা খেতে পেলেও দারিদ্র দূরীকরণ না হয়ে বরং তাদের জীবনযাত্রা আরও কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২. মেঘা প্রকল্প বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বনাম জনগণের অগ্রাধিকার চাহিদা

সরকার প্রস্তাবিত বাজেটে ১০টি মেঘা-প্রকল্পের জন্য প্রায় ১৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই প্রকল্পগুলো হচ্ছে পদ্মা বহুমুখী সেতু, এলএনজি টার্মিনাল, পায়রা বন্দর উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি। উন্নয়নের জন্য এসকল প্রকল্পের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসকল প্রকল্প দরিদ্র জনগণের কি সরাসরি কোন উপকারে আসবে? উত্তর হচ্ছে,

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে বাঁধ না থাকার কারণে উপকূলবাসী তাদের কষ্টে অর্জিত কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ হারিয়েছে। একমাত্র কুতুবদিয়া উপজেলাতেই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

আসবে না। কারণ এসকল প্রকল্পের সর্বপ্রথম সুবিধাভোগী হচ্ছে দেশের পুজিপতিগণ। তারা এসকল উন্নয়নের সুফল ভোগ করবে, মুনাফা তৈরি করবে এবং এসকল মুনাফার অর্থ বিদেশে পাচার করবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোন উন্নয়নই টেকসই হবে না যদি জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব না হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কৌশলে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার উন্নয়নের খাত হচ্ছে অভিযোজন খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ। আর এই বিনিয়োগ হতে হবে উপকূলীয় অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে বাঁধসমূহের উন্নয়ন, টেকসইকরণ এবং অর্থনৈতিক কার্যাব-লীতে গতি আনে এমন সব কর্মসূচি বাস্তবায়নে। আমরা মনে করি, উপকূলীয় অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সরকারের অন্যান্য মেগ-াপ্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যে কারণে উপকূলীয় এলাকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়া অন্যান্য বিনিয়োগের ফলাফল হবে অনেকটাই অর্থহীন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদে-শর উপকূলীয় এলাকায় ৩০-৪০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে বিপদাপন্নতার মধ্যে রয়েছে। এসকল বিপদের মধ্যে রয়েছে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। তাছাড়া লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষিকাজের সম্ভাবনা ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে টিকে থাকাটাই হচ্ছে জনগণের অগ্রাধিকার চাহিদা এবং টিকে থাকার উদ্দেশ্যে বিশাল জনগোষ্ঠীর শহরমুখী অভিবাসন প্রবণতা বৃদ্ধি

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্ধ রাখা হয়েছে ৩৭৫০ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় এক হাজার কোটি টাকা কম। বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্বে থাকা পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য এই বাজেট অবশ্যই কম ও কোনভাবেই উপকূলবাসীর দাবির প্রতিফলন নয়।

পাচ্ছে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সুতরাং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার এবং টেকসই উন্নয়ন সরকারের সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার মেঘা-প্রকল্প হওয়া উচিৎ।

৩. বাঁধসমূহের উন্নয়নে সরকারের বাজেট বরাদ্দের প্রবণতা হতাশাজনক

আমাদের কাছে এমন কোন আর্থিক প্রাক্কলন বা পরিসংখ্যান নেই যে, উপকূলীয় এলাকার বাঁধসমহের মেরামত, পুন:নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য কী পরিমাণ অর্থ লাগতে পারে, কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও জলোচ্ছ্বাস ঠেকানোর জন্য বর্তমানে বাঁধসমূহের উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-২০ ফুট পর্যন্ত করার দাবি বহুদিন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে তুলে ধরা হচ্ছে এবং বিশেষজ্ঞরাও এ ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে। তাছাড়া প্রতি বছরই বাঁধসমূহ কোন না কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং উপরোক্ত সকল বিষয় মাথায় রেখে প্রতি বছর কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতে পারে, সরকারকে এ বিষয়ে একটা সামগ্রিক আর্থিক বিনিয়োগের প্রাক্কলন করা প্রয়োজন রয়েছে এবং সে অনুসারে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা সরকারের উচিৎ বলে আমরা মনে করি। কিন্তু সরকার তা না করে অথবা করে থাকলেও প্রতি বছর প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না করে বরং কমিয়ে দিচ্ছে। গত কয়েক বছরে বাজেটের আর্থিক প্রাক্কলন চার গুণ বাড়লেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাঁধসমূহের উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় সম্পদ থেকে বরাদ্দ ক্রমান্বয়েই হ্রাস করা হচ্ছে। সরকার রেকর্ড পরিমাণ বাজেট বলে বাহবা নিলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চিত করছেন, এটা হতে পারে না।

৪. রোয়ানুতে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু বাজেটে একটি টাকাও নাই!

গত ২১ মে ২০১৬ তারিখে উপকূলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে বাঁধ না থাকার কারণে উপকূলবাসী তাদের কষ্টে অর্জিত কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ হারিয়েছে। একমাত্র কুতুবদিয়া উপজেলাতেই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। উপকূলের ১৫০ কি.মি বাঁধ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে। সাধারণ জোয়ার বা সামনের বর্ষা মৌসুমে এসব এলাকার মানুষের ভোগান্তি কেমন হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। ২০০৭ সালের পর থেকে ক্রমাগতভাবে ঘূর্ণিঝড় আইলা, সিডর, কোমেন, ২০১২-১৩ সালের উপকূলীয় বন্যা এবং সর্বশেষ রোয়ানুর আঘাতে ধ্বসে যাওয়া বা দুর্বল হয়ে যাওয়া বাঁধের কারণে প্রায় ৪ কোটি উপকূলবাসী তাদের জীবন ও সম্পদ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।

রোয়ানুর আঘাত পরবর্তীতে এখানো কয়েক লক্ষ পরিবার প্রায় খোলা আকাশের নিচে রয়েছে। লোনা পানি জোয়ারে আসে ভাটায় নেমে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার স্কুলগামী শিশুরা পোষাকসহ যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ হারিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। বিশুদ্ধ পানির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ গোসল পরিচ্ছন্নতাসহ দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারছে না, যা তাদেরকে বৃহৎ স্বাস্থ্য ঝুকিঁর মধ্যে ফেলেছে। ফসলহানি, মিঠা পানির অভাব আর লোনা পানির প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বেশিরভাগ পরিবার খাদ্য সংকটের ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার এ বিষয়ে একটি কথাও বলেননি এমনকি একটি টাকাও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য বরাদ্দ দেননি।

আমরা উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনারত এনজিওসমূহ সম্মিলিতভাবে ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর বাজেট পুর্ববর্তী সময়ে উপকূলীয় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে দাবি করে আসছি কিন্তু এক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি নাই। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্ধ রাখা হয়েছে ৩৭৫০ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় এক হাজার কোটি টাকা কম। দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্ধ রাখা হয়েছে মাত্র ৯২২ কোটি টাকা যা গতবারের চেয়ে ১০০ কোটি টাকা কম। বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্বে থাকা পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য এই বাজেট অবশ্যই কম ও কোনভাবেই উপকূলবাসীর দাবির প্রতিফলন নয়। বরং বাজেট বরাদ্ধ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় চর সৃজন করে উপকূলীয় ভূমি রক্ষার পরিকল্পনার কথা অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন , এটা অবশ্যই ভাল চিন্তাভাবনা, তবে তত দিনে উপকূলের জনজীবন থাকবে কিনা সেটাই এই মুহূর্তে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বলে আসছেন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ঝুকিঁপুর্ণ। আন্তর্জাতিকভাবেও তা স্বীকৃত। অথচ দেশের বাজেটে তার কোন প্রতিফলন নেই।

এ প্রেক্ষাপটে আমরা ৬ কোটি উপকূলবাসীর জীবন জীবিকা রক্ষায় আমাদের দাবিসমূহ পুর্নব্যক্ত করছি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপকূলীয় জেলাসমূহে ক্ষতিপ্রস্ত বাঁধ মেরামত এবং বিলীন হওয়া বাঁধসমূহ নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধের দাবি করছি:

ক. ভোলার জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন: নদীর তলদেশ থেকে তীরের উচ্চতা পর্যন্ত ব্লক স্থাপন করে নদীর তীর রক্ষা করা ও একই সাথে ব্লকসমেত রিংবাধ দিতে হবে যাতে জোয়ারে পানি ঢুকতে না পারে। এই পদ্ধতিতে ভোলাকে রক্ষা করতে হলে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন।

খ. কক্সবাজার এর জন্য ৬.৫ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন: কক্সবাজারের জন্য সি সি ব্লক এবং কোন কোন স্থানে সীডাইক পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণ করলে সেটা স্থায়ী হবে।

গ.পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং দরপত্র প্রক্রিয়ায় সচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও সিস্টেম লস কমানো: পানি উন্নয়ন বোর্ড দুর্নীতিমুক্ত হলে এবং ক্রয় বা দরপত্র প্রক্রিয়ায় সচ্ছতা থাকলে মোট খরচের চেয়ে কমপক্ষে ২০% কম খরচে নদী রক্ষার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা যাবে।

ঘ. সেনাবাহিনীকে কাজে যুক্ত করণ: বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ কর্মকাণ্ডে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদারদের পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে কাজ শেষ করতে সেনাবাহিনি প্রকৌশলী ইউনিটকে যুক্ত করতে হবে। যাতে তুলনা করা যায় কোন ব্যাবস্থাপনায় কাজ টেকসই হয়।

ঙ. জনঅংশগ্রহণ সুযোগ রাখা: কর্মকাণ্ড গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করতে হবে।

ঙ. জনঅংশগ্রহণ সুযোগ রাখা: কর্মকাণ্ড গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করতে হবে।

রোয়ানুর আঘাত পরবর্তীতে এখানো কয়েক লক্ষ পরিবার প্রায় খোলা আকাশের নিচে রয়েছে। লোনা পানি জোয়ারে আসে ভাটায় নেমে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার স্কুলগামী শিশুরা পোষাকসহ যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ হারিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না

চ. চলমান কর্মকাণ্ড বিষয়ে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যবস্থা করা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সুযোগ নিশ্চিত করা: কাজ শুরুর পূর্বে এবং কাজ চলার সময় উপকরণ মান, পদ্ধতি, সময়, বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে সকল তথ্য উন্মুক্ত রাখা এবং প্রতিটি প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সহজ করা,যাতে জনগণ চাইলেই যেকোন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা ধরতে পারে এবং অভিযোগ করতে পারে।

ছ. পানি উন্নয়ন বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্তদের জনমুখী মনোভাব গড়ে তোলা এবং জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করা: নদী রক্ষা পরিকল্পনা করার সময় পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীরা জনগণের মতামত নিতে আগ্রহ দেখায় না। এই মনোভাব পরিবর্তনে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বোর্ডের দায়িত্ব প্রাপ্তদের জেলা পরিষদের নিকট জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

জ. বাঁধ নির্মাণকে মেগা প্রকল্পভুক্ত করতে হবে: উপকূল রক্ষাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিবেচনা করতে হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এজন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধ রাখতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ: (বর্ণক্রমানুসারে)

অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিএস, কোস্ট ট্রাস্ট, কৃষাণী সভা, গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, ডোক্যাপ, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, নলসিটি মডেল সোসাইটি, পালস্, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, প্রান, প্রান্তজন, পিএসআই (PSI) বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংকল্প ট্রাস্ট, সংগ্রাম, সিডিপি ও হিউমিনিটি ওয়াচ।

যোগাযোগ:

১. মোস্তফা কামাল আকন্দ, কোস্ট ট্রাস্ট, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.net,
২. শওকত আলী টুটুল, কোস্ট ট্রাস্ট, মোবাইল: ০১৭১৩১৪৪১৭৭, ইমেইল: tutul@coastbd.net

সচিবালয়:
ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩,
ই মেইল: info@equitybd.net, ওয়েব: www.equitybd.net